গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সমবায় অধিদপ্তর,
সমবায় ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭ ।
www. coop. gov.bd

স্মারক নং-৪৭.৬১.০০০০.০৬৫.৩৩.০২৫.১২ - ৯৯৭ তারিখ ঃ ০৮/০৭/১৩ খ্রিঃ ।

বিষয় ঃ সিআইজি (মৎস্য) সমবায় সমিতি লিমিটেড এর উপ-আইন অনুমোদন প্রসঙ্গে ।

সূত্র ঃ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-৪৭.০৩২.০২২.০৬১.০০২.২০১২/৪৭২, তারিখ-০২/০৭/২০১৩ খ্রিঃ ।

উপর্যুক্ত বিষয়ও সূত্রস্থ পত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, সিআইজি (মৎস্য) সমবায় সমিতি লিমিটেড এর খসড়া উপ-আইন মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদন করা হয়েছে। অনুমোদিত উপ-আইনের কপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য এতদ্‌সঙ্গে প্রেরণ করা হ'ল ।

সংযুক্তি ঃ ১ (এক) কপি উপ-আইন ।

৮/৭/১৩
(মোঃ সাইদুজ্জামান)
অতিরিক্ত নিবন্ধক (অডিট ও আইন)
সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
প্রশাসন অধিশাখা-০২

নং-৪৭.০৩২.০২২.০৬১.০০২.২০১২/ ৪৭২

তারিখ ঃ ১৮ আষাঢ়, ১৪২০ বঙ্গাব্দ
০২ জুলাই, ২০১৩ খ্রিষ্টাব্দ।

বিষয় ঃ (ক) .....সিআইজি (মৎস্য) সমবায় সমিতি লিমিটে, (খ) ..... কমন ইনটারেষ্ট গ্রুপ (প্রাণিসম্পদ) সমবায় সমিতি লিমিটেড ও (গ) ..... সিআইজি (ফসল) সমবায় সমিতি লিমিটেড-এর উপ-আইন অনুমোদন প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে (ক) .....সিআইজি (মৎস্য) সমবায় সমিতি লিমিটে, (খ) ..... কমন ইনটারেষ্ট গ্রুপ (প্রাণিসম্পদ) সমবায় সমিতি লিমিটেড ও (গ) ..... সিআইজি (ফসল) সমবায় সমিতি লিমিটেড-এর খসড়া উপ-আইন অনুমোদিত হয়েছে। অনুমোদিত উপ-আইনের খসড়া তিনটি পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদ্সঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে ৩ (তিন) টি উপ-আইনের
৯+৯+৯= ২৭ পাতা।

(মোঃ আব্দুল মজিদ)
উপ-সচিব
ফোন ঃ ৯৫ ৫৫ ০১৩

নিবন্ধক
সমবায় অধিদপ্তর
ঢাকা।

কমন ইনটারেষ্ট গ্রুপ (সিআইজি) সমবায় সমিতির জন্য উপ-আইনের মডেল

..... সিআইজি (মৎস্য) সমবায় সমিতি লিমিটেড এর

উপ- আইন

.....সিআইজি (মৎস্য) সমবায় সমিতি লিমিটেড

এর

উপ- আইন

(সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ ও সমবায় সমিতির সংশোধীত আইন ২০০২ অনুসারে নিবন্ধনকৃত)

প্রারম্ভিক

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনামঃ এই উপ-আইন ..... সিআইজি (মৎস্য) সমবায় সমিতি লিমিটেড এর উপ-আইন নামে অবিহিত হইবে।

২। সংজ্ঞা।- বিষয় বা প্রসংগের প্রয়োজনে ভিন্নরূপ না হইলে, এই উপ-আইনেঃ

(ক) "আইন" বলিতে সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ ও উহার পরবর্তী সংশোধনীসমূহ বুঝাইবে।

(খ) "বিধিমালা" বলিতে সমবায় সমিতি বিধিমালা, ২০০৪ ও উহার পরবর্তী সংশোধনীসমূহ বুঝাইবে।

(গ) "উপ-আইন" বলিতে এই সমিতির উপ-আইনকে বুঝাইবে।

(ঘ) "নিবন্ধক" বলিতে সমবায় অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এবং তদকর্তৃক সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকেও বুঝাইবে।

(ঙ) "সমিতি" বলিতে পরবর্তীতে এই উপ-আইনে উল্লিখিত সমিতিকে বুঝাইবে।

(চ) "সিআইজি" (Common Interest Group) বলিতে মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক তৃণমূল পর্যায়ে মৎস্য সংশ্লিষ্ট কর্মকান্ডের নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে ২০ বা ততোধিক সদস্যের মৎস্য চাষী দলকে বুঝাইবে।

(ছ) "মৎস্য চাষী" বলিতে সংশ্লিষ্ট এলাকায় স্থায়ীভাবে বসবাসকারী বাংলাদেশী নাগরিক ও সরাসরি মৎস্য পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গকে বুঝাইবে।

৩। সমিতির নাম।- এই সমিতির নাম ঃ .....সিআইজি (মৎস্য) সমবায় সমিতি লিমিটেড

৪। সমিতির ঠিকানা।- (১) সমিতির নিবন্ধনকৃত অফিস হইবেঃ

গ্রামঃ . . . . . ডাকঘরঃ . . . . . .

থানা/উপজেলাঃ . . . . . জেলাঃ . . . . . .

(২) সমিতির ঠিকানা পরিবর্তন করিতে হইলে কার্যনির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্তক্রমে নিবন্ধককে লিখিতভাবে অবহিত করিতে হইবে এবং সমিতির আইন, ২০০১ এর ২৩ ধারা উপ-আইন সংশোধন করিতে হইবে।

সমিতি গঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

৫। **সমিতি গঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ**

(১) সিআইজি সমিতি সংগঠনের মাধ্যমে পারস্পরিক সহযোগিতায় সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন করে জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন করা।

(২) সদস্যদের মধ্যে শেয়ার বিক্রয় এবং দলীয় সঞ্চয়ের মাধ্যমে সমিতির মূলধন গঠন করতঃ উহা বিদ্যামান সমবায় আইন, বিধিমালা এবং সমিতির উপ-আইন মোতাবেক যথাযথ ব্যবহার করিয়া সমিতিকে একটি লাভজনক এবং সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা।

(৩) সিআইজির ভৌগোলিক এক্তিয়ারভুক্ত এলাকায় মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির সমস্যা ও সম্ভাবনার আলোকে মাইক্রো এক্সটেনশন প্লান (ক্ষুদ্র সম্প্রসারণ পরিকল্পনা) প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়ন করা।

(৪) ক্ষুদ্র সম্প্রসারণ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সদস্যদের আধুনিক ও লাগসই পদ্ধতির মৎস্যচাষ, উন্নত ও গুণগতমান সম্পন্ন মৎস্য বীজ ও পোনা ব্যবহার, পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি ব্যবহার করা, উন্নত পুকুর/খামার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা এবং উৎপাদিত মৎস্য ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পণ্যসামগ্রীর বাজার-সংযোগ সৃষ্টি ও বাজারজাত করা।

(৫) সমিতির মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজনে অত্যাধুনিক পানি পরীক্ষা কিটসহ অন্যান্য যন্ত্রপাতি সংগ্রহ ও উপকরণ সংগ্রহ ও রক্ষণাবেক্ষণ করে সদস্যদের সেবায় সুলভমূল্যে ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি করা।

(৬) সরকার বা ব্যাংক হইতে ঋণ গ্রহন করতঃ সদস্যদের মাধ্যমে মৎস্য ও মৎস্য সংশ্লিষ্ট কাজে বিনিয়োগ করা।

(৭) সমিতির প্রয়োজনে মৎস্য খামার, কুটির শিল্প, অফিস, গুদাম স্থাপনের লক্ষ্যে উপকরণ সংগ্রহ ও খরিদ করা। তবে এই ক্ষেত্রে সরকারী-বেসরকারী জলমহাল/পুকুর, হাওড়-বাওড় লীজ গ্রহণের বিষয়টিকে প্রাধান্য দেয়া নিশ্চিত করা।

(৮) মাছের অধিক উৎপাদনের জন্য এবং খরা ও অতিবৃষ্টি থেকে মৎস্য উৎপাদনকে রক্ষার লক্ষ্যে যৌথভাবে পানি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা।

(৯) পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার ব্যবস্থা নিশ্চিতপূর্বক মৎস্য চাষের নিবিড়তা বৃদ্ধি করিয়া সমিতির কর্ম এলাকার সার্বিক মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা।

(১০) সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতার প্রয়োজনে সমিতির কর্ম এলাকার মধ্যে সমিতির সদস্যসহ সকল শ্রেণীর জনগোষ্ঠিকে তাদের মৌলিক চাহিদা পূরণে সহযোগিতা করা।

(১১) মৎস্য উৎপাদন ও বাজার বিষয়ক তথ্যাবলি আদান-প্রদান করা যাতে সদস্যগণ মৎস্য উৎপাদনে যথাযথ পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারে। সদস্যদেরকে আবহাওয়া ও দূর্যোগ সম্পর্কে আগাম বার্তা বা সতর্কবার্তা প্রদান করিয়া যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা।

(১২) সমিতির উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আইন ও বিধি মোতাবেক মৎস্য ভিত্তিক যে কোন কাজ গ্রহণ ও সম্পাদন করা।

(১৩) দারিদ্র্য বিমোচন সংক্রান্ত সমিতির উদ্দেশ্যের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ যে কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা।

(১৪) সরকার অথবা সমিতির উদ্দেশ্যের সাথে সংগতিপূর্ণ নির্দেশনা মোতাবেক যে কোন দায়িত্ব পালন করা।

সদস্য নির্বাচনী এলাকা ও কর্ম এলাকা

৬। সমিতির সদস্য নির্বাচনী এলাকা

----------এর মধ্যে সীমাবদ্ধ।

৭। সমিতির কর্ম এলাকা

----------এর মধ্যে সীমাবদ্ধ।

(ক্রমিক নং-৬ ও ৭ সমিতির সাংগঠনিক সভার সিদ্ধান্তক্রমে নির্ধারিত হইবে)

৮। সীলমোহরঃ

ব্যবস্থাপনা কমিটি সমিতি পরিচালনার জন্য একটি সাধারণ সীলমোহর রাখিবে এবং উহা সম্পাদকের নিকট থাকিবে।

সদস্যপদ

৯। **সমিতির সদস্যপদের যোগ্যতাঃ** (১) সমিতির উপ-আইনের অধীন যোগ্যতা সম্পন্ন সকল পুরুষ ও মহিলা, যাহারা সমিতির সদস্য নির্বাচনী এলাকায় বসবাস করেন এবং ১৮ বৎসর বা তদোর্দ্ধ বয়স্ক তাহারাই এই সমিতির সদস্য হইতে পারিবেন।

(২) যাহারা সদস্য হইবেন তাহাদের প্রত্যেকেই ঃ-

(ক) .....(.....) টাকা করিয়া ভর্তি ফিস দিতে হইবে;

(খ) .....(.....) টাকার অন্তত ০১ (এক) টি শেয়ার ক্রয়সহ শেয়ার মূল্যের সমপরিমান টাকা সঞ্চয় আমানত হিসাবে জমা দিতে হইবে;

(গ) সদস্যের তালিকা বহিতে প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে দস্তখত বা টিপসহি দিতে হইবে;

(ঘ) সমিতির উপ-আইনসমূহ মানিয়া চলিবার লিখিত প্রতিশ্রুতি দিতে হইবে;

(ঙ) নতুন সদস্য ভর্তির ক্ষেত্রে সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির অনুমোদন প্রয়োজন হইবে।

(সমিতির সাংগঠনিক সভায় (ক) ও (খ) নির্ধারিত হইবে)।

১০। **সদস্যের মনোনীত ব্যক্তিঃ** সমিতির প্রত্যেক সদস্য উপ-আইনের অধীন যোগ্যতাসম্পন্ন এমন একজন ব্যাক্তিকে মনোনীত করিবেন, যিনি সদস্যের মৃত্যুর পর অথবা অন্য কোন কারণে সদস্যপদ হারাইলে তাহার অনুপস্থিতিতে তাহার শেয়ার এবং তৎসংক্রান্ত যাবতীয় অধিকার ও দায় দায়িত্ব অর্জন করিবেন; এই ক্ষেত্রে উত্তরাধিকার সংক্রান্ত কোন আইন প্রযোজ্য হইবে না। কোন সদস্য ইচ্ছা করিলে যে কোন সময়ে তাহার মনোনয়ন লিখিতভাবে পরিবর্তন বা বাতিল করিতে পারিবেন।

১১। **সদস্যপদের অবসানঃ** নিম্নলিখিত কারণে সদস্যপদের অবসান হইবেঃ-

ক) সমস্ত শেয়ার বাজেয়াপ্ত বা হস্তান্তর হইলে, বা
খ) সদস্যপদের যোগ্যতা হারাইলে, বা
গ) সদস্যপদ প্রত্যাহার করিলে, বা
ঘ) মৃত্যু ঘটিলে, বা
ঙ) কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক সদস্যপদ রহিত হইলে, বা
চ) আদালত কর্তৃক দেউলিয়া বা অপ্রকৃতস্থ ঘোষিত হইলে।

১২। **সদস্যপদ প্রত্যাহারঃ**

কোন সদস্য যদি নিজে অথবা জামিনদার হিসাবে সমিতির নিকট ঋণী না থাকেন তাহা হইলে ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট ১ মাসের লিখিত নোটিশ দিয়া সদস্যপদ ত্যাগ করিতে পারিবেন। কিন্তু এরূপ ক্ষেত্রে পদত্যাগী সদস্যকে সমিতির কোন পাওনা ঋণ বা অগ্রিম থাকিলে তাহা শেয়ার বা আমানত হইতে কর্তন করিয়া রাখা যাইবে। পদত্যাগী সদস্যের শেয়ার আমানত কোন সদস্যের নিকট অথবা নতুন কোন সদস্য বরাবর হস্তান্তর না করা পর্যন্ত শেয়ারের মূল্য ফেরৎ বা সমন্বয় হইবেনা। সমিতি কোন পদত্যাগী সদস্যের শেয়ার ক্রয় করিবে না।

১৩। **শাস্তি প্রদানঃ**

(১) কোন সদস্য ব্যবস্থাপনা কমিটির সভার বিবেচনায় যদি ইচ্ছাপূর্বক আইন, বিধিমালা, উপ-আইন বা সমিতির প্রণীত অন্য কোন নিয়ম লংঘন করেন, তাহা হইলে ৭(সাত) দিনের নোটিশ দিয়া জরিমানা করিতে, পদচ্যুত করিতে সদস্যপদ স্থগিত করিতে, অপসারণ করিতে বা বহিষ্কার করিতে পারিবে। তবে পদচ্যুত বা বহিষ্কারের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা কমিটির পরবর্তী সভায় অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

(২) উপ-আইনের ১৩ (১) এর অধীন কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিলে সদস্যদের পাওনা শেয়ার বা আমানত সম্বন্ধে ব্যবস্থাপনা কমিটি যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবে।

১৪। সমিতির সদস্যগণের অধিকার ও দায়বদ্ধতাঃ

(ক) সদস্যের অধিকারঃ- সমবায় সমিতি আইন ২০০১ এর ধারা ৩৬ হইতে ৪১ পর্যন্ত এবং সমবায় সমিতি বিধিমালা, ২০০৪ এর বিধি ৮৭ হইতে ৯১ পর্যন্ত কার্যকর হইবে।

(খ) সদস্যের দায়ঃ- সমিতির দেনার জন্য সদস্যগণ স্ব-স্ব কর্তৃক ক্রয়কৃত শেয়ারের হার পর্যন্ত দায়ী হইবে।

(গ) সমিতির সকল সদস্যকে প্রতিমাসে ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত সঞ্চয় জমা দিতে হইবে। পরপর ৩ মাস কোনো সদস্য সঞ্চয় জমা না দিলে সদস্যের সদস্যপদ স্থগিত থাকিবে এবং সদস্য কোনো অধিকার প্রয়োগ করিতে পারিবে না। সমিতি কর্তৃক নির্ধারিত ফি ও বকেয়া সঞ্চয় জমা দিয়া সদস্য অধিকার পুনরুদ্ধার করিতে পারিবে।

(ঘ) সমিতির প্রত্যেক সদস্যকে প্রতি সমবায় বর্ষে কমপক্ষে ১টি করিয়া শেয়ার ক্রয় করিতে হইবে। ইহার ব্যত্যয়ে সদস্যের সদস্য পদ স্থগিত থাকিবে এবং সদস্য কোন অধিকার প্রয়োগ করিতে পারিবেনা। সমিতি কর্তৃক নির্ধারিত ফি ও প্রয়োজনীয় শেয়ার এর অর্থ জমা দিয়া সদস্য তাঁহার অধিকার পুনরুদ্ধার করিতে পারিবে।

(ঙ) ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক এই সমিতি কেন্দ্রীয় বা জাতীয় সমিতিতে (ভবিষ্যতে গঠিত হইলে) সমিতির সদস্যদের মধ্য হইতে উপযুক্ত যে কোন সদস্যকে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য মনোনয়ন দিবেন।

মূলধন সৃষ্টি, ব্যবহার এবং ঋণ ব্যবস্থাপনা

১৫। মূলধন সৃষ্টির উপায়ঃ

সমবায় আইন, বিধিমালা এবং এই উপ-আইনের বিধান মান্য করিয়া নিম্নলিখিতভাবে সমিতির মূলধন সংগ্রহ করা যাইতে পারেঃ

(ক) শেয়ার বিক্রয়;

(খ) সদস্যের নিকট হইতে আমানত গ্রহণ;

(গ) কেন্দ্রীয় সমিতি (ভবিষ্যতে গঠিত হইলে), কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হইতে ঋণ গ্রহণ;

(ঘ) সরকারি বা অন্যান্য বৈধ উৎস হইতে অনুদান বা ঋণ গ্রহণ;

(ঙ) সম্পত্তি, ব্যবসায়, কারবার বা অন্যান্য আয় হইতে।

১৬। অনুমোদিত শেয়ার মূলধনঃ

(ক) সমিতির অনুমোদিত শেয়ার মূলধনের পরিমাণ . . . . . (. . . . . .) টাকা হইবে এবং প্রতি শেয়ারের মূল্য হইবে . . . . . (. . . . . .) টাকা। সদস্য ব্যতীত অন্য কেউ শেয়ার ক্রয় করিতে পারিবেন না।

(খ) কোন সদস্য সমিতির মোট অনুমোদিত শেয়ার মূলধনের ১/৫ অংশের বেশী শেয়ার খরিদ করিতে পারিবেন না।

{অনুচ্ছেদ (ক)-এর অংকদ্বয় সাংগঠনিক সভার অনুমোদন মোতাবেক নির্ধারিত হইবে}

১৭। সদস্যদের ঋণ গ্রহণ ও সমিতি কর্তৃক সঞ্চয় গ্রহনের সীমাঃ

ক) শেয়ার বাবদ প্রদত্ত টাকার ৪০ গুণের অধিক কোন সদস্যই ঋণ পাইবে না। ঋণ গ্রহণের শর্তাবলী সমিতি কর্তৃক ঋণ নীতিমালা প্রণয়নপূর্বক নীতিমালা মোতাবেক লেনদেন হইবে। সদস্য ব্যতীত কোন ব্যক্তিকে ঋণ দেওয়া যাইবে না।

খ) কোন সমবায় সমিতি কোন সদস্যদের নিকট হইতে কোন সদস্যের পরিশোধিত শেয়ারের ৪০ (চল্লিশ) গুণের বেশী সঞ্চয় বা ঋণ গ্রহন করিতে পারিবে না।

সাধারণ সভা

১৮ (ক)। **সাধারণ সভাঃ** প্রতি বৎসর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সকল সদস্য সমন্বয়ে বিধি মোতাবেক সাধারণ সভা যথারীতি অনুষ্ঠিত হইবে। বিশেষ কারণে সমিতি বিধি মোতাবেক বিশেষ সাধারণ সভা আহ্বান করিতে পারিবে।

১৮ (খ)। **সাধারণ সভা অনুষ্ঠানঃ** সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ এর ধারা ১৬ হইতে ১৭ পর্যন্ত এবং সমবায় সমিতি বিধিমালা, ২০০৪ এর বিধি ১৩ হইতে ২১ পর্যন্ত অনুসরণ পূর্বক সভা বা বিশেষ সাধারণ সভা বা তলবী সভা অনুষ্ঠান করিতে হইবে।

ব্যবস্থাপনা

১৯। **ব্যবস্থাপনা কমিটি ঃ** (১) সমিতির পরিচালনার যাবতীয় দায়িত্ব সমবায় সমিতি আইন, বিধিমালা ও উপ-আইন মোতাবেক ৯ (নয়) সদস্য বিশিষ্ট একটি ব্যবস্থাপনা কমিটির উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং সাধারণ সভায় সম্পাদনযোগ্য কার্য ব্যতীত সমিতির সকল কার্য উক্ত কমিটি সম্পাদন করিবে। ব্যবস্থাপনা কমিটি বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ৩ (তিন) বৎসরের জন্য নির্বাচিত হইবেন। তিন বৎসর পূর্তির পূর্বে কমিটি গঠনের জন্য নির্বাচন সম্পন্ন করিতে হইবে। ৯ (নয়) সদস্য বিশিষ্ট কমিটির সদস্যগণ নিম্নলিখিত পদধারী হইবেনঃ-

(১) সভাপতি-১ (এক) জন। (২) সহ-সভাপতি -১ (এক) জন। (৩) সম্পাদক-১ (এক) জন।
(৪) কোষাধ্যক্ষ-১ (এক)জন। (৫) সদস্য-৫ (পাঁচ) জন।

(২) নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন সম্পন্ন করা না হইলে মেয়াদ পূর্তির সাথে সাথেই উক্ত কমিটি বিলুপ্ত হইবে এবং নিবন্ধক সমিতির সদস্য বা সরকারি কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে ১২০ দিনের জন্য ১টি অন্তবর্তী ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করিবেন।

(৩) নির্বাচিত ব্যবস্থাপনা কমিটির কোন সদস্যের পদ কোন কারণে শূন্য হইলে ব্যবস্থাপনা কমিটি উক্ত পদে নির্বাচিত হইবার যোগ্য সদস্যকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কো-অপ্ট করিয়া শূন্যপদ পূরণ করিবেন।

২০। **ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন পদ্ধতিঃ** সমবায় আইনের ধারা ১৮ (২) এবং বিধি ২২-৩৬ এর বিধান সাপেক্ষে সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যগণ সাধারণ সভায় নির্বাচিত হইবেন।

২১। উপ-আইনে যাহাই থাকুক না কেন সমিতিতে ধার্যকৃত নিরীক্ষা ফি এবং সমবায় আইনের ৩৪ ধারা অনুযায়ী ধার্যকৃত সমবায় উন্নয়ণ তহবিল বকেয়া থাকিলে ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যগণকে কোন ভাতা দেওয়া যাইবে না।

২২। **ব্যবস্থাপনা কমিটির ক্ষমতাঃ** ব্যবস্থাপনা কমিটি নিম্নরূপ কার্যাদি সম্পন্ন করিতে পারিবে।

(১) নতুন সদস্য ভর্তি,
(২) সাধারণ সভার অনুমোদনক্রমে আইন ও উপ-আইনের বিধান মতে বর্তমান কোন সদস্যকে জরিমানা, অপসারণ, বহিস্কার বা সদস্যপদ স্থগিত অথবা জরিমানা করা।
(৩) তহবিল উন্নীতকরণ,
(৪) তহবিল বিনিয়োগ,
(৫) সমিতির স্বার্থে মামলা দায়ের, পরিচালনা ও আপোস করা।
(৬) শেয়ার আবেদনপত্র নিষ্পত্তি করা।
(৭) ঋণের আবেদন নিষ্পত্তি এবং তাহার বিপরীতে জামানত নির্ধারণ করা।
(৮) বিশেষ ধরনের কাজের জন্য এককালীন উপ কমিটি গঠন করা।
(৯) হিসাব সংরক্ষণ ও হিসাব বিবরণী প্রস্তুতকরণ।

২৩। **সভাপতি ও সভাপতির ক্ষমতা ও কর্তব্যঃ** আইন ও বিধি অনুযায়ী সমিতির সভাপতি এবং কোন জরুরী অবস্থার প্রেক্ষিতে সভাপতির অনুপস্থিতিতে সমিতির সহ-সভাপতি সমিতির স্বার্থে ঋণ বরাদ্দ ব্যতীত সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সকল প্রকার ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন।

২৪। **সম্পাদকের ক্ষমতা ও দায়িত্ব ঃ**

(ক) সমিতির কার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার স্বার্থে প্রয়োজন অনুযায়ী সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা আহবান এবং আলোচ্যসূচি মোতাবেক সভা অনুষ্ঠানের কমপক্ষে ২৪ (চব্বিশ) ঘন্টা পূর্বে সদস্যগণকে সভার কার্যক্রম অবহিত করা।

(খ) সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট অনুমোদনের জন্য সমিতির আয়-ব্যয়ের হিসাব যথাযথভাবে উপস্থাপন করা।

(গ) সমিতির দৈনন্দিন অন্যান্য কার্যাদি সম্পাদন করা।

২৫। **কোষাধ্যক্ষের ক্ষমতা ও দায়িত্ব ঃ** সমিতির সকল আয় ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ করিবেন।

২৬। **ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যপদের বিলুপ্তি ও অপসারণঃ** ব্যবস্থাপনা কমিটির কোন সদস্যের সদস্যপদ বিলুপ্ত হইবে, যদি-

(ক) উক্ত সদস্য ব্যবস্থাপনা কমিটিতে নির্বাচিত হইবার যোগ্যতাসমূহ বহাল না রাখেন;
(খ) পদত্যাগ করেন;
(গ) মৃত্যুবরণ করেন; অথবা
(ঘ) সদস্যপদ রক্ষা করার যোগ্যতা হারান।

২৭। **ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাঃ** সমিতির কার্য পরিচালনার জন্য প্রতি মাসে কমপক্ষে একবার ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা অনুষ্ঠান করিবে। সভা অনুষ্ঠানের ৭দিন পূর্বে আলোচ্যসূচিসহ নোটিশ প্রেরণ করিতে হইবে এবং সভা সমিতির কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হইবে। কমিটির অর্ধেক সদস্য উপস্থিত থাকিলে সভার কোরাম হইবে। কোন মাসে আলোচ্যসূচি না থাকিলে তা লিখিতভাবে সকল সদস্যকে জানাইতে হইবে।

২৮। **সমিতির বিরোধ নিষ্পত্তির পদ্ধতিঃ** সমিতির কোন বিরোধ/বিবাদ দেখা গেলে সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক উহা মীমাংসা/নিষ্পত্তি করিতে না পারিলে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি বা পক্ষ উহা নিষ্পত্তির জন্য নিবন্ধক বরাবর উপযুক্ত কোর্ট ফি সংযুক্ত করিয়া আবেদন দায়ের করিতে পারিবেন। বিরোধ নিষ্পত্তিতে সমবায় সমিতি আইনের ধারা ৫০ হইতে ৫২ এবং সমবায় বিধিমালা ১১১ হইতে ১২২ পর্যন্ত অনুসরণ করিতে হইবে।

২৯। **সম্পত্তি বিক্রয়, বিনিময়ের উপর বিধিনিষেধঃ** সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি সাধারণ সভার অনুমোদন এবং নিবন্ধকের অনুমতি ব্যতিত ইহার স্থাবর সম্পত্তি যাহা সমিতির মূলধনের অংশ তাহা বিক্রয়, বিনিময় বা ৫ (পাঁচ) বৎসরের অতিরিক্ত সময়ের জন্য ইজারা প্রদানের মাধ্যমে হস্তান্তর করিতে পারিবে না।

৩০। **সমিতি অবসায়নঃ** সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ এর ধারা ৫৩ হইতে ৫৮ পর্যন্ত এবং সমবায় সমিতি বিধিমালা, ২০০৪ এর বিধি ১১১-১২২ পর্যন্ত অনুসরণপূর্বক কোন সমবায় সমিতির কার্যক্রম অবসায়নে ন্যস্ত করা যাইবে।

৩১। **সাধারণঃ**

(ক) যে সকল বিষয় সম্পর্কে এই উপ-আইনগুলিতে কোন নির্দেশ বা বিধান নাই তাহা বিদ্যমান সমবায় আইন ও বিধির নির্দেশ অনুসারে স্থিরীকৃত হইবে এবং যদি আইন ও বিধিতে তাহাদের কোন বিধান না থাকে, তাহা হইলে এই উপ-আইনগুলি অমান্য না করিয়া নিবন্ধকের অনুমোদন সাপেক্ষে কার্যনির্বাহী কমিটি যেরূপ বিবেচনা করিবেন সেইরূপ বিধান দিবেন;

(খ) এই উপ-আইনে যাহাই থাকুক না কেন, এই উপ-আইনের কোন অনুচ্ছেদ বা উপ-অনুচ্ছেদ সর্বশেষ সংশোধনীসহ বিদ্যমান সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ এর কোন ধারা কিংবা বিদ্যমান সমবায় সমিতি বিধিমালা, ২০০৪ এর কোন বিধির সাথে অসংগতিপূর্ণ কিংবা সাংঘর্ষিক প্রমাণিত হইলে তাহা তাৎক্ষণিক বাতিল ও অকার্যকর বলিয়া গণ্য হইবে এবং ঐ সমস্ত বিষয়াবলী বিদ্যমান সমবায় আইন ও বিধি অনুযায়ী নিষ্পন্ন হইবে।

আবেদনকারীরগণের স্বাক্ষর বা টিপসহি			
ক্রঃনং	নাম ও ঠিকানা	পিতা/ মাতা ও স্বামীর নাম	স্বাক্ষর/ টিপ সহি
১.			
২.			
৩.			
৪.			
৫.			
৬.			
৭.			
৮.			
৯.			
১০.			
১১.			
১২.			
১৩.			
১৪.			
১৫.			
১৬.			
১৭.			
১৮.			
১৯.			
২০.			

কমন ইন্টারেস্ট গ্রুপ-সিআইজি (মৎস্য) সমবায় সমিতি নিবন্ধনের ক্ষেত্রে সমবায় সমিতি নিবন্ধন নীতিমালা-২০১৩ মোতাবেক নিম্নের করণীয় অনুসরণ করিতে হইবে (চেক লিষ্ট)।

১। সমবায় সমিতির নিবন্ধনের জন্য সমবায় সমিতি বিধিমালা ২০০৪ এর ৫ নং বিধিমতে আবেদন ফরমে আবেদন করিতে হইবে।

২। আবেদনে সমবায় সমিতি বিধিমালা/০৪ এর (৩) বিধিমতে সমিতির প্রকারভেদের উল্লেখ করতে হবে।

৩। আবেদনের সঙ্গে সমবায় সমিতি বিধিমালা/০৪ এর ৫ (২) বিধিমতে নিবন্ধন ফি বাবদ জমাকৃত ট্রেজারী চালান দাখিল করতে হবে।

৪। সমবায় সমিতি বিধিমালা/০৪ এর ১২ (১) বিধিমতে একই কর্ম এলাকায় একই নামে অন্য সমিতি নেই এই মর্মে নিবন্ধনকারী নিশ্চিত হয়ে নিবন্ধন করবেন।

৫। সমবায় সমিতি আইন/০১ (সংশোধিত ২০০২ ও ২০১৩) ও সমবায় সমিতি বিধিমালা/০৪ এবং নিবন্ধনের সার্কুলার মোতাবেক সমিতির উপ-আইন প্রণীত হয়েছে অথবা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত মডেল উপ-আইন অনুযায়ী তা প্রণীত হয়েছে- এ মর্মে নিবন্ধনকারী নিশ্চিত হয়ে নিবন্ধন করবেন।

৬। আবেদনের সঙ্গে দাখিলকৃত দলিল/কাগজপত্রাদির ফটোকপি/অনুলিপি ১ম শ্রেণীর সরকারী কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত হতে হবে। সমবায় অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট সহকারী পরিদর্শক ও তদূর্ধ কর্মকর্তা এইরূপ কাগজপত্র সত্যায়িত করতে পারবেন।

৭। সমিতির সদস্য হওয়ার জন্য জাতীয়তা সনদ অথবা নাগরিকত্ব সনদের সত্যায়িত কপি দাখিল করতে হবে এবং আবেদনকারীকে সমিতির কর্মএলাকার বাসিন্দা হিসেবে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কমিশনার অথবা সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের নিকট হতে সংগৃহীত সনদ দাখিল করতে হবে।

৮। সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভার আওতাভুক্ত সমবায় সমিতির ক্ষেত্রে সমবায় সমিতির অফিসের নিজস্ব মালিকানা/ভাড়া সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কমিশনার কর্তৃক প্রত্যায়নকৃত হতে হবে। ইউনিয়ন পরিষদের আওতাভুক্ত ঠিকানা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান/সদস্য কর্তৃক প্রত্যয়নপত্র দাখিল করতে হবে। ভাড়ায় ব্যবহৃত অফিসের ক্ষেত্রে ভাড়া সংক্রান্ত চুক্তিনামার সত্যায়িত ফটোকপি দাখিল করতে হবে।

৯। আবেদনপত্রে ফ্লুইড ব্যবহার বা কাটাকাটি করা যাবেনা।

১০। আবেদনের সঙ্গে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র না থাকলে আবেদন দাখিলের ৭ (সাত) কর্ম দিবসের মধ্যে আবেদনকারীকে বিষয়টি অবহিত করতে হবে। প্রয়োজনীয় সকল কাগজপত্র পাওয়ার পর আইনের ১০(২) ধারা অনুযায়ী নিবন্ধন কর্মকর্তা নিবন্ধনের আবেদন নিষ্পত্তি করবেন।

১১। আবেদনের সঙ্গে সংযুক্ত প্রস্তাবিত সমিতির জমা-খরচ বিবরণীতে সদস্যদের নিকট হতে আদায়কৃত শেয়ার ও সঞ্চয় আমানত খাতের তালিকা এবং মজুদ সংরক্ষণ বিষয়ে সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি কর্তৃক প্রত্যয়ন থাকতে হবে।

১২। আবেদন ফরমে উল্লিখিত আবেদনকারীর নাম, পিতার নাম, মাতার নাম ও ঠিকানা সমিতির উপ-আইন ও জাতীয়তা/নাগরিকত্ব সনদের আবেদনকারীর নাম, পিতার নাম, মাতার নাম ও ঠিকানার সঙ্গে মিল থাকতে হবে।

১৩। প্রাথমিক সমবায় সমিতির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জেলা এবং কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিভাগের প্রশাসনিক এলাকার বাহিরে কর্ম এলাকা নির্ধারন করে নিবন্ধন করা যাবেনা।

১৪। সমিতি নিবন্ধনের পর সমিতির নিবন্ধন সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নিবন্ধনকারী সংরক্ষণ করবেন।

[illegible] এ কাদের [illegible]
ভারপ্রাপ্ত সচিব
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

C:\Documents and Settings\SSA_Admin_03\Desktop\Law\Common Interest Group CIG (Fish) 2013.doc -Nipa